জীবননগরে ড্রাগন ও মাল্টা চাষে ঝুঁকে পড়েছে কৃষকরা

জীবননগরে ড্রাগন ও মাল্টা চাষে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের আশা করছেন কৃষকরা। দক্ষিন পশ্চিম অঞ্চলের ছোট্ট একটি জেলা চুয়াডাঙ্গা। এ জেলাটি ফলের জেলা হিসাবেই পরিচিত চুয়াডাঙ্গা জেলার ছোট একটি উপজেলা জীবননগর এটি একেবারে সীমান্ত ঘেষা। জীবননগর শহর থেকে মাত্র ৪-৫ কিলোমিটার দুরে ভারতীয় সীমানা।
এ উপজেলার বেশির ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল ধান, মুগ চাষের পাশাপাশি বর্তমান এ উপজেলার কৃষকরা বিদেশী ফল ড্রাগন ও মাল্টা চাষে বেশী উৎসাহিত হয়ে পড়েছেন । তাছাড়া ড্রাগন ফল ঔষধ হিসাবে ব্যবহার হওয়ায় এ চাষে আরও বেশী ঝুকে পড়েছেন কৃষকরা ।
ড্রাগন ফল চাষী উপজেলার কেডিকে ইউনিয়নের কাশিপুর মাঠ পাড়ার শাওন বলেন ড্রাগন ফল চাষে প্রথম দিকে খরচ বেশি হলেও এটি একটি লাভজনক চাষ । ড্রাগন গাছটি বিদেশী তাই সচার আচার এ গাছটি পাওয়া যায় না । তাছাড়া ড্রাগন গাছ দেখতে অনেকটা সাপের মত যার ফলে এ চাষটি দেখতে জীবননগর উপজেলা সহ বেশ কয়েকটি জেলার লোকজন জমিতে আসে এবং এ চাষটি করার জন্য অনেক কৃষক ইচ্ছা প্রকাশ করছেন ।
একই কথা বলেন উপজেলার বাঁকা গ্রামের মাল্টা চাষী জাহিদ বাবু, তিনি বলেন আমি শুরুতে পেয়ারার চাষ শুরু করি এবার নতুন করে অল্প পরিসর জমিতে মাল্টা চাষ শুরু করেছি ।
তবে কৃষি বিভাগ যদি একটু সহযোগিতা করত তা হলে এ চাষটিতে একদিকে যেমন লাভবান হওয়া যেত তেমনি দেশের অনেক বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হত ।
জীবননগর উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোর্শেদ আলী বলেন ড্রাগন ও মাল্টা চাষটি এ উপজেলায় একেবারে নতুন চাষ হচ্ছে তবে বর্তমানে এ চাষের দিকে কৃষকরা অনেক উৎসাহিত বলে ধারনা করা হচ্ছে। তবে আশা করা যায় এ চাষটি এ উপজেলাতে যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে করে একদিন এ চাষগুলো জীবননগর উপজেলা ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়বে।

জীবননগর প্রতিনিধি:

আলমডাঙ্গায় কৃষকের ঘর ভাংচুর, হুমকি

আলমডাঙ্গার জোড়গাছা গ্রামের দরিদ্র কৃষক জিন্নাত আলীর টিনের একটি ঘর ভেঙে তান্ডব চালিয়েছে এলাকার কয়েকজন প্রভাবশালি। ঘরে থাকা কৃষি পণ্য লুটপাট ও তছনছ করা হয়েছে। ঘরের টিন ফেলে রাখা হয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। বর্তমানে বিভিন্নভাবে হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। প্রভাবশালিদের ভয়ে এলাকার মানুষ মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না।

জানা গেছে, গ্রামের মৃত শুকুর আলীর ছেলে জিন্নাত আলী কৃষিকাজ করেন। বাড়ির পাশে একটি টিনের ঘরে কৃষিপণ্য ও সরঞ্জাম রাখেন। গ্রামের মোজাহার মন্ডলের ছেলে গোলবার হোসেন ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা সম্প্রতি এক রাতে জিন্নাত আলীর কৃষিপণ্য রাখার টিনের ঘরটি ভেঙে দেয়। ঘর ভেঙেই নিশ্চুপ থাকেনি গোলবার। জিন্নাত আলীকে হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। ভয়ে জিন্নাত আলী তার ঘর নতুন করে মেরামতও করতে পারছেন না।
জিন্নাত আলী জানান, গ্রামের গোলবার হোসেনের নির্দেশে তার সাঙ্গপাঙ্গ একই গ্রামের ইজাজুল, আজিজুল, ফিরু, হেবা, মিনারুল, ইকরামুল, চায়না, নাজমুল, মিরাজুল, লন্ডন, লালমিয়া, দুলাল ও নূরনাহার তার ভেঙে দেয়।

ঘটনার বিষয়ে ঘোলদাড়ি ক্যাম্পের দায়িত্বরত ইনচার্জ এএসআই রাজু আহমেদ বলেন, ঘটনা শোনার পর তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে দুপক্ষকে নিয়ে মিমাংসা করা যায় কিনা সেটাও চেস্টা করা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি:

বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে চুয়াডাঙ্গায় গৃহবধূ নিহত

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ছোটশলুয়া গ্রামে বৃষ্টি খাতুন (২৪) নামের এক গৃহবধূ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিহত হয়েছেন। নিহত বৃষ্টি খাতুন উপজেলার ছোটশলুয়া গ্রামের প্রবাসী রিপন মন্ডলের ছেলে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতের ভাই সজল জানান, দুপুরে তার বোন বৃষ্টি খাতুন গরুর গোয়ালে মোটর দিয়ে পানি তুলতে যান। এ সময় অসাবধানতাবশত পানির মোটরে হাত দিলে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মাটিতে পড়েন।
পরে প্রতিবেশীরা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. শামিমা খাতুন তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি :

হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ ঐতিহ্য মাটির হাঁড়ি পাতিলসহ বিভিন্ন সামগ্রী

বাজারে প্লাস্টিক সামগ্রীর বিভিন্ন ব্যবহারিক জিনিসপত্রের ভিড়ে বিলুপ্ত হচ্ছে আলমডাঙ্গার ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প। সেই সাথে প্রায় হারিয়ে গেছে মাটির তৈরি বিভিন্ন পণ্যের পসরা সাজানো গ্রামীন সংস্কৃতির নানা উপকরণ ও গৃহস্থালী নানান প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকান।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলা পৌরসভা সহ ১৫টি ইউনিয়নে মৃৎশিল্প তৈরীকারক পরিবারগুলোর মধ্যে চলছে অভাব–অনটন। কারণ তাদের তৈরি

পণ্য আগের মত বাজারে চলছেনা বলে বদলে যাচ্ছে কুমারপাড়ার জীবনের আসল চিত্র। গ্রামে এ পেশার সাথে জড়িত রয়েছে প্রায় শতাধিক পরিবার। পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে মৃৎশিল্প প্রস্তুতকারী পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে মেলায় অংশ গ্রহণের জন্য তৈরী করছে ছোট ছোট পুতুল ও মাটির খেলনা।

পূর্বে মৃৎ শিল্পের খ্যাতি ছিল কিন্তু আজকাল অ্যালুমিনিয়াম, চীনা মাটি, মেলা–মাইন এবং বিশেষ করে সিলভারে রান্নার হাড়ি কড়াই প্রচুর উৎপাদন ও ব্যবহারের ফলে মৃৎশিল্প হারিয়ে যেতে বসেছে। কথিত আছে মৃৎশিল্প প্রায় দুই থেকে আড়াই শত বছর পূর্ব থেকে চলে আসছে। জানা যায় অতীতে এমন দিন ছিল যখন গ্রামের মানুষ এই মাটির হাঁড়ি কড়া, সরা,বাসন, মালসা, ঘরের লালি, কুয়ার চাক ইত্যাদি দৈনন্দিন ব্যবহারের সমস্ত উপকরণ মাটির ব্যবহার করত কিন্তু আজ বদলে যাওয়া পৃথিবীতে প্রায় সবই নতুন রূপ। নতুন সাজে আবার নতুন ভাবে মানুষের কাছে ফিরে এসেছে।

এখন মানুষের রুচি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিত্য নতুন রূপ দিয়ে মৃৎ শিল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করছে।এক সময়ে আলমডাঙ্গা উপজেলার প্রতিটা গ্রামেও ছিল মাটির তৈরি পণ্য সামগ্রীর সমাহার। বিভিন্ন বাজারে ছিল মাটির তৈরি হাড়ি পাতিল সহ অন্যান্য সামগ্রীর দোকান ।
কিন্তু এখন আর কুমারদের কর্তৃত্ব নেই এখানে।

আলমডাঙ্গা বাজারে নির্দিষ্ট দোকান না থাকলেও বিভিন্ন দোকানে দৃষ্টি নন্দন মাটির সামগ্রী কলসি, হাঁড়ি, পাতিল, সরা, মটকা, দৈ পাতিল, মুচি ঘট, মুচি বাতি, মিষ্টির পাতিল, রসের হাঁড়ি, ফুলের টব, চাড়ার টব, জলকান্দা, মাটির ব্যাংক, ঘটি, খোঁড়া, বাটি, জালের চাকা, প্রতিমা,বাসন–কোসন, ব্যবহারিক জিনিসপত্র ও খেলনা সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়। তারাও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করে কোনরকম নিজেদের অবস্থান জানান দিচ্ছে।

আলমডাঙ্গা বাজারের মৃৎশিল্প পণ্যের দোকানের বিক্রেতা বয়োবৃদ্ধ বিজয় পাল জানান, প্রায় ৩০ বছরেরও বেশী সময় ধরে তার এই ব্যবসা করে আসছি। এখন আর মাটি সামগ্রীর কদর নেই। অভাব অনটনে যাচ্ছে দিন।

-খন্দকার শাহ আলম মন্টু, আলমডাঙ্গা

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় স্বাস্থ্য সহকারিদের আনন্দ র্যালি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ কর্তৃক “ভ্যাকসিন হিরো” সম্মানে ভূষিত হওয়ায় বাংলাদেশ হেলথ এসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আনন্দ র্যালী বের করা হয়।
বৃহস্পতিবার দুপুরে র্যালীটি মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক হয়ে জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্ত্বরে গিয়ে শেষ হয়।
হেলথ এসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তোজাম্মেল হোসেন এর নেতৃত্বে জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গণিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।
এ সময় সেখানে সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপজেলা সভাপতি আব্দুল মালেক, উপজেলা সভাপতি আব্দুল মালেক, সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম, আশরাফুল ইসলাম, মাসুদ রানা, রাসেল হোসেন, আবু সাঈদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ কর্তৃক ‘ভ্যাকসিন হিরো’ সম্মানে ভূষিত হওয়ায় চুয়াডাঙ্গায় আনন্দ র্যালি ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার বিকালে এ কর্মসূচির আয়োজন করে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সহকারি অ্যাসোসিয়েশন। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল এলাকা থেকে এক আনন্দ র্যালি শহর প্রদক্ষিণ শেষে শহরের শহীদ হাসান চত্বরে পথসভা করে। এতে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সহকারি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আনিসুজ্জামান মালিক, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুল হাসান প্রিন্সসহ অন্যরা।

- প্রতিদিন ডেস্ক :

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে দুইজনের ৭দিনের জেল

যৌন-উত্তেজক এ্যালকোহল জাতীয় পানিয় বিক্রয়ের দায়ে ২ জনকে ৭ দিনে বিনাশ্রম কারান্ডাদেশ প্রদান করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার লিটন আলী ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গার পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত-আ: বারীর ছেলে মজিবর রহমান (৫২) দীর্ঘদিন যাবৎ উপজেলা পরিষদের সামনে চায়ের ব্যবসা চালিয়ে আসছেন। চায়ের ব্যবসার পাশাপাশি গোপনে তিনি যৌন উত্তেজক এ্যালকোহল পানিয় বিক্রয় করে আসছিলো। এমন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশের সহযোগিতায় উপজেলা নির্বাহি অফিসার ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে। ভ্রাম্যমাণ আদালত মজিবরের দোকান তল্লাশি করে যৌন উত্তেজক এ্যালকোহল পানিয় উদ্ধার করে।

এ সময় আটকৃত মজিবরের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত আলমডাঙ্গার ফরিদপুর বাজারের সালেহিন হোমিও হলে অভিযান চালায়।অভিযান পরিচালনার সময় দোকানেমাত্রাতিক যৌন উত্তেজক এ্যালকোহল পানিয় উদ্ধার করে এবং দোকান মালিক আজিবর রহমানের ছেলে তৌমুর সালেহিন (পল্লব)কে আটক করে।সন্ধ্যা ৭টার দিকে পৃথক স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাধ্যমে আটকৃত দুইজনকে যৌন-উত্তেজক এ্যালকোহল জাতীয় পানিয় বিক্রয়ের দায়ের ৭ দিনে বিনাশ্রম কারান্ডাদেশ প্রদান করেন।
– আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গায় স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ‘সাধুবাবার’ বিরুদ্ধে

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় গান শেখানোর নামে ডেকে নিয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির এক স্কুল ছাত্রীকে দিনের পর দিন ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে কথিত এক ‘সাধুবাবার’ বিরুদ্ধে।
ওই ছাত্রীর বাবার লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর মঙ্গলবার রাতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ‘ধর্ষণে সহযোগিতার’ অভিযোগে এক নারীকে আটক করেছে।
তবে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই হবিবর শাহ ওরফে সাধুবাবা পালিয়ে গেছে বলে আলমডাঙ্গা থানার এ এস আই শাহবুদ্দিন লস্কর জানান। তিনি বলেন, হবিবর শাহ এলাকায় ‘লালনভক্ত’ হিসেবে পরিচয় দেন এবং নিজের বাড়িতে নিয়মিত গান-বাজনা করেন। এ কারণে এলাকার লোক তাকে ‘সাধুবাবা’ বলে ডাকে।
মঙ্গলবার রাতে ওই গ্রামের এক ব্যক্তি থানায় গিয়ে সেই ‘সাধুবাবার’ বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন।
পুলিশকে তিনি বলেছেন, তার মেয়েকে হবিবর শাহ গান শেখানোর কথা বলে নিজের বাড়িতে ডেকে নিত। এ ভাবে ষষ্ঠ শ্রেণী পড়ুয়া মেয়েটিকে হাবিবর ‘নিয়মিত ধর্ষণ করে আসছিলেন’, যা সম্প্রতি জানতে পারেন মেয়েটির বাবা।
অভিযোগ পাওয়ার পর রাতেই পুলিশ ওই গ্রামে অভিযান চালিয়ে হবিবর শাহের এক ‘নারী সহযোগীকে’ আটক করে থানায় নিয়ে যায়। তবে হবিবর শাহ তার আগেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হন বলে পুলিশের ভাষ্য।
এ এস আই শাহবুদ্দিন লস্কর বলেন, “হবিবর শাহের স্ত্রী এক বছর আগে মারা গেছেন”। তার অনেক নারী সহযোগী আছে। আটক নারী তাদেরই এক জন। সে শিশুটিকে ধর্ষণে সহযোগিতা করত।”
এ ঘটনায় একটি নিয়মিত মামলা করার প্রস্তুতি চলছে বলে এ এস আই লস্কর জানান।

আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

কার্পাসডাঙ্গায় কুমারী মেয়েকে সিঁদুর মাখানোকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ: আহত ২

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা আদিবাসী পাড়ায় গতকাল সোমবার বিজয়া দশমীর দিন কুমারী মেয়েকে সিঁদুর পরানো ও মুখে রং লাগানো কে কেন্দ্র করে ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটেছে।

জানা গেছে গতকাল বিজয়া দশমীর দিন মেয়েদের কপালে একে অপরে সিঁদুর দেওয়া সহ মুখে রং মাখামাখি করে। কিন্তু কোন কুমারী মেয়ের কপালে সিঁদুর লাগানো যাবে না। তা সত্তেও আদিবাসী পাড়ার নির্মলের ছেলে সঞ্জয় একই পাড়ার ছোটমনির মেয়েকে সিঁদুর মাখিয়ে দেওয়া সহ মুখে রং মেখে দেয়। বিষয় টি মেয়ের মা দেখে ফেলায় বারন করায় সঞ্জয় তার গালেও চড় মারে।

পরবর্তীতে আবারো সন্ধ্যা ৬ টার দিকে বাঘাডাঙ্গার সড়কে প্রতিমা বির্সজনের সময়ও মেয়েটির মুখে রং লেপে দেয়া সহ গায়ে ধাক্কা মারে সঞ্জয়। বিষয়টি নিয়ে আবারো মেয়েটির মা প্রতিবাদ করলে তাকে আবারো চড় মারে। পাশেই থাকা মেয়েটির ভাই পরান ক্ষিপ্ত হয়ে সঞ্জয়কে ছুরিকাঘাত করে। এ সময় মোক্তারপুর গ্রামের মীর্জা মোল্লার ছেলে অটো চালক হীরক মোল্লার অটোতে গিয়ে চড়ে বসে পরান।

আর তাতেই হীরকের উপর সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাকে বেদম প্রহার করে আদিবাসী পাড়ার লোকজন। হীরক গুরুত্বর আহত হয়। ঘটনার পর পরই সঞ্জয় ও হীরককে চিকিৎসার জন্য দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। ঘটনার পর কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এস আই সাইফুল সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নেন। পরবর্তীতে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) জাহাঙ্গীর আলম।